যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৪৫

১/ বিবিধ

আরবী

من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار

موضوع

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (102/2) وأبو بكر الخباز في " الأمالي " (16/2) من طريق أبي صالح العبدي خلف بن يحيى قاضي الري: حدثنا أبو مقاتل عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال ابن عدي:" وهذا منكر إسنادا ومتنا، وعبد العزيز بن أبي رواد عن ابن طاووس ليس بمستقيم، وأبو مقاتل ليس هو ممن يعتمد على رواياته

قال الذهبي: وهاه قتيبة شديدا، وكذبه ابن مهدي

ثم ساق له هذا الحديث من مناكيره

والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " 0 3/86) من طريق ابن عدي، وذكر إعلاله المتقدم، وزاد: " وقال عبد الرحمن بن مهدي: والله ما تحل الرواية عنه "

وتعقبه السيوطي في " اللآلىء " (2/295 ـ 296) ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (2/296) فقالا: " إن البيهقي أخرجه في " الشعب " من هذا الطريق، وقال: إسناده غير قوي "

قلت: وهذا التعقب واه لا يساوي شيئا، ما دام أن فيه ذاك الكذاب، ولذلك فقد أحسن الشوكاني صنعا حين أورد الحديث في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " (231/37) من الرواية نفسها وقول ابن عدي المذكور دون أن يعرج على

التعب المذكور

على أنه لوسلم من الكذاب المشار إليه، فإن خلفا وهو الراوي عنه ليس خيرا منه، فقد قال ابن أبي حاتم (1/2/372) عن أبيه: " متروك الحديث، كان كذابا، لا يشتغل به ولا بحديثه

বাংলা

১২৪৫। যে ব্যক্তি তার মায়ের দু'চোখের মাঝে চুমু দিবে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/১০২) ও আবু বাকর আল খাব্বায "আল-আমলী" গ্রন্থে (২/১৬) আবু সালেহ আবাদী খালাফ ইবনু ইয়াহইয়া কাযী রায় হতে, তিনি মুকাতিল ইবনু আব্দিল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীসটি মুনকার সনদ এবং মাতান উভয় দিক দিয়ে। ইবনু তাউস হতে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদের হাদীস সঠিক নয়। আর আবু মুকাতিল এরূপ বর্ণনাকারী নন যে তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ কুতায়বাহ তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু মাহদী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীসটি তার মুনকার হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাদীসটিকে ইবনুল জাওয "আল-মওয়ূয়াত" গ্রন্থে (৩/৮৬) ইবনু আদী সূত্রে বর্ণনা করে উপরোক্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে আরো বলেনঃ আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী (বর্ণনাকারী আবু মুকাতিল) সম্পর্কে বলেনঃ আল্লাহর কসম! তার থেকে বর্ণনা করা বৈধ নয়।

হাফিয সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/২৯৫-২৯৬) অতঃপর ইবনু ইরাক "তানখীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে (২২৯৬) তার সমালোচনা করে তারা উভয়ে বলেছেনঃ হাদীসটি ইমাম বাইহাকী "আল-শুয়াব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করে বলেছেনঃ সনদটি শক্তিশালী নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সমালোচনা খুবই দুর্বল, কিছুই না। কারণ, এর একজন বর্ণনাকারী মিথ্যুক। এ কারণে আল্লামাহ শাওকানী "আল ফাওায়ীদুল মাজমূয়াহ ফিল আহাদীসিল মওযুয়াহ" গ্রন্থে (৩৭/২৩১) হাদীসটিকে উল্লেখ করে শুধুমাত্র ইবনু আদীর মন্তব্য উল্লেখ করে ভালোই করেছেন।

হাদীসটি যদি উল্লেখিত মিথ্যুক হতে মুক্ত হতো তাহলেও তার থেকে বর্ণনাকারী আবু সালেহ আবাদী খালাফ ইবনু

ইয়াহইয়া তার চেয়ে কিন্তু উত্তম নয়। ইবনু আবী হাতিম (১/২/৩৭২) তার পিতার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস, তিনি মিথ্যুক ছিলেন...।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72124

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন